দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ DEC. 27 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

প্রকল্প পরিচালকের বই -এর মূল্যই ৩০ লক্ষ টাকা

রেজানুর রহমান ॥ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি টাকার বই কেনাকে কেন্দ্র করিয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। 'নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবায়ন ও উন্নয়ন' শীর্ষক এই প্রকল্পের আওতায় এই বই কেনার জন্য ইতিমধ্যেই একটি তালিকা

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

৩০ লক্ষ টাকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকার নিরপেক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের ৬২ জন লেখক-লেখিকা এক বিবৃতিতে এই তালিকা বাতিল করিয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে নূতন তালিকা প্রণয়নের আহ্বান জানানোর পর প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতি বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় এই প্রকল্পের জন্য বই কেনা হয়। একটি সূত্রের মতে, ইতিপূর্বে বই বিতরণকারী বিভিন্ন সংস্থার নিকট হইতে অনেকটা গোপনে বই কেনা হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে বই প্রকাশ করিয়া অনেকে এই প্রকল্প হইতে অর্থ হাতাইয়া নিয়াছেন। লেখকের অনুমতি না নিয়া কোন কোন বইয়ের নূতন মুদ্রণে সুবিধামত মূল্য সংযোজন করিয়াও এই প্রকল্পে সরবরাহ করা হইয়াছে। প্রথমবারের মত সৃজনশীল প্রকাশকরা সরাসরি এই প্রকল্পে বই সরবরাহের সুযোগ পাইলেও বই বন্টনের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠিয়াছে। প্রকল্পের ৬টি স্তর যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য ১০৫টি, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ১১টি, শিক্ষানীতি ৪টি, শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা শীর্ষক ৩টি, ইসলামী বই ৬টি এবং স্কুল ম্যাপ ১টিসহ মোট ১৩০টি বই (প্রতিটি বইয়ের ২৭৫০ কপি) কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। তালিকায় সন্নিবেশিত বেশ কয়েকটি বইয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠিয়াছে। একটি মহল অভিযোগ করিয়াছে তালিকায় এমন কিছু বইয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যেসব বই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। প্রকল্প পরিচালক ডঃ ফজলুর রহমানের ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রকল্পটিতে ফজলুর রহমানের মোট ৩টি বই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১টি বইয়ের বিক্রয় মূল্য রাখা হইয়াছে ৬শত টাকা। একটি সূত্রের মতে, প্রকল্পটির বর্তমান তালিকা অনুযায়ী বই কেনা হইলে প্রকল্প পরিচালকের ৩টি বইয়ের জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

প্রকল্পের বর্তমান বইয়ের তালিকা পরিবর্তনের আহ্বান জানাইয়া দেশের ৬২ জন লেখক-লেখিকা এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিতে প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। এদিকে ৬২ জন লেখক-লেখিকার বিবৃতির ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিবৃতি দানকারীদের তালিকায় নিজের নাম দেখিয়া দেশের বিশিষ্ট লেখক মঈনুল আহসান সাবের এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রে তিনি বলিয়াছেন, উল্লেখিত বিবৃতির বক্তব্যের সহিত আমি একমত নই। আমার লেখা একটি বইও ৪ কোটি টাকার বইয়ের তালিকায় নাই সত্য। পাশাপাশি ইহাও সত্য যে, আমি জানি না প্রকল্প পরিচালক ৭/৮ জন প্রকাশকের নিকট হইতে উৎকোচ নিয়া তাহাদেরই অধিকাংশ বই তালিকাভুক্ত করিয়াছেন কিনা। নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমি কাহাকেও উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণকারী বলিতে পারি না। উল্লেখ্য, বিবৃতি প্রদানকারী লেখক-লেখিকাদের মধ্যে কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখের নাম রহিয়াছে।